104

ভোরের কাগজ

তারিখ MAR 9 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

আশেপাশে

ভিকারুন নিসা নূন সায়েন্স ক্লাবের বিজ্ঞান উৎসব '৯৯

গত ২৬, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ভিকারুন নিসা নূন সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বিজ্ঞান উৎসব '৯৯। সায়েন্স ক্লাবটি গঠিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। তারপর থেকে ক্লাবটি তিনবার বিজ্ঞান উৎসবের আয়োজন করে। এবার আয়োজিত উৎসবের স্লোগান ছিল বিজ্ঞান আনুক দুর্যোগ থেকে মুক্তি, দূষণের হোক শুদ্ধি। উৎসবে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রজেক্ট, উপস্থিত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্কুল পর্যায়ের উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম ভিকারুন নিসা নূনের রেটার মৌরিন মাহবুবা, দ্বিতীয় গভ. ল্যাবরেটরি স্কুলের মাহফুজুর রহমান ও তৃতীয় হয়েছে মতিঝিল সরকারি স্কুলের নাসিবু আদনান। কলেজ শাখায় ভিকারুন নিসা নূনের বর্ণালী সাহা প্রথম, হলিক্রসের শারমিন আফসানা দ্বিতীয় এবং ভিকারুন নিসা নূনের সেঁজুতি তৃতীয় হয়েছে। আন্তঃস্কুল ও কলেজ উভয় কুইজ প্রতিযোগিতায় ভিকারুন নিসা নূন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৩ দিনব্যাপী উৎসবের প্রতিদিনই কৌতূহলীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের প্রজেক্টে। মনে হচ্ছিল প্রজেক্ট নিয়ে বিজ্ঞানীদের চেয়ে দর্শনার্থীদের আগ্রহ ছিল বেশি। এটা কি? ওটা কেন? ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ প্রজেক্টের কার্যকারিতা কি? বড়ো আকারে করলে করা যাবে কিনা? খরচ কেমন? এ রকম নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা গভীর বিচক্ষণতায়।

'পলিথিন দূষন ও এর প্রতিকার' স্টলটিতে বসেছিল আরিফা, নওশীন, দিলরুবা। কথা প্রসঙ্গে তারা বললো, 'শুধু প্রজেক্টের মাধ্যমে নয়, প্রয়োজনে পলিথিন দূষণ রোধে আমরা রাজপথে নামতেও রাজি। সমস্যার দেশ বাংলাদেশ, সম্ভাবনাময় ক্ষুদে জ্ঞান পিপাসুদের চোখ এড়ায়নি কিছুই। সম্ভাব্য সমাধানের কথাও তারা ভাবে। দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি আছে সে কথা মাথায় রেখেই উৎসবে প্রজেক্ট নিয়ে বসেছিল অনেকেই। বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে ব্যবহার, বিকল্প বিদ্যুৎ– যেমন আলো থেকে বিদ্যুৎ, সোলার সিস্টেম ইত্যাদি। কিভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে– নুশরাত, আরিফা, সাবরিনা, রেজওয়ানা, নুজহাত তো রীতিমতো শিখিয়ে দিচ্ছিল বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহারগুলো। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, মাল্টিচেকার ডায়াগ্রাম, কলমি হোয়েন দ্য সান রাইজেস, অটো রেল বার, এয়ার পলিউশন, গ্রোয়িং আপ উইথ সায়েন্স, ওয়ান্ডার্স অব সায়েন্স– এসব প্রজেক্ট সকলের নজর কেড়েছে। শহর বা নাগরিক সমস্যার পাশাপাশি গ্রাম, গ্রামের মানুষের সমস্যা, সমস্যাগুলোর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাধান আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে হয়তো অনেক দূর। '৯৮-এর প্রলয়ঙ্করী বন্যা সারা দেশকে তছনছ করে দিয়েছিল। সে সমস্যা থেকে নূন সায়েন্স ক্লাবের বন্ধুরাও বিচ্ছিন্ন ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রজেক্টে সেসব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত ছিল। স্বল্প ব্যয়ে পল্লী উন্নয়ন, 'আগামীতে বাংলাদেশের গ্রাম। ফাহরিন, তানজিলা, জাকিয়া, ইশতিয়া, ফাতেমার চোখ ঝিলিক দিচ্ছিল স্বপ্নের বন্যামুক্ত বাড়ি নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায়। স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট, কম্পিউটারের নানাবিধ ব্যবহার, মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন, এমনকি ক্লোনিংয়ের মতো সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের মতো বিষয় নিয়েও প্রজেক্ট বসেছিল। সামাজিক বিজ্ঞানের মাইকোসোমেটিক ডিস অর্ডার এন্ড নিওরো ট্রান্সমিটার, দ্য মাইন্ড হোয়েন উইল ইট ফ্রাইন্ড ইটর মেমোরি। জ্যোতিষী আচরণের রাহুল্য ছাড়াই স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল ফাতেমা, ইসারাত, আসমা, নাহিদ।

সায়েন্স ক্লাবের পরিচালক রোকেয়া আক্তার বেগম ও ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মোনালিসা মান্নান ক্লাবের এবং এ ধরনের আয়োজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই আশাবাদী। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রীদের উৎসাহ ক্লাবকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে-এমনই আশা করছেন সংশ্লিষ্ট সকলে।

বিজ্ঞান উৎসবকে সামনে রেখে সায়েন্স ক্লাব প্রকাশ করে 'ঋদ্ধি'– প্রকাশনাটি উৎসবকে আরো উৎকর্ষ দিবে নিঃসন্দেহে। ঋদ্ধির বর্তমান সম্পাদক সাজিয়া শারমিনের সঙ্গে মতান্তর রেখেই বলা যায়, আনন্দ ও আগ্রহ থাকলেই জ্ঞানী করে তোলা যাবে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের।

❑ শামীম ইমতিয়াজ